যায়যায়দিন

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

চট্টগ্রামের ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তর থেকেই ঝরে যায়

চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামে এখনো ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তর থেকেই ঝরে যায়। স্কুল শিক্ষাকে বিনামূল্যে ভাবা হলেও প্রতিটি পরিবার এখানে প্রতি মাসে ব্যয় করছে ৬ হাজার ৮৪ টাকা। এর বড় একটি অংশ যাচ্ছে কোচিং ও যাতায়াত খাতে। ২৯ শতাংশ শিক্ষক কোচিং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। চট্টগ্রামের ১৪টি অপেক্ষাকৃত উন্নত বিদ্যালয়ের ওপর এক বছর গবেষণা করে বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উপস্থাপন করেন চিটাগাং রিসার্চ ইনশিয়েটিভ (সিআরআই)।

শনিবার চট্টগ্রাম চেম্বার মিলনায়তনে হালখাতা চট্টগ্রাম প্রকাশনা ও 'মাধ্যমিক শিক্ষা : বাস্তবতা ও করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় সিআরআইর সমন্বয়ক ও পিপিআরসির নির্বাহী শিক্ষার্থী : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

শিক্ষার্থী : চট্টগ্রামের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সভাপতি ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলেন, মানসম্মত শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা এখন দেশের দরিদ্রতম মানুষের মনেও বাসা বেঁধেছে। সেখানে শিক্ষার এ সর্বব্যাপী মানসঙ্কট তাদের উদ্বিগ্ন না করে পারে না। শিক্ষার এ সঙ্কট বহুমুখী, স্কুলগুলোতে শ্রেণীকক্ষ রয়েছে কিন্তু শিক্ষক নেই। শিক্ষক থাকলে আসল দাপট রয়েছে কোচিং সেন্টারগুলোর। সভায় অন্যাদের মধ্যে আলোচনা করেন- ইস্ট ডেলটা ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ইস্কান্দার আলী খান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আবুল কাসেম, ড. ওবাইদুল করিম, ড. এম মারুফ হোসেন, ড. মাহমুদুল আলম, কাজী নাজিমুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসেন খান, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা নুরুল আলম নিজামি, জিয়াউল হায়দার, কাউন্সিলর রেহেনা বেগম রানু এবং জান্নাতুল ফেরদৌস পপি।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়- বর্তমানে দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুভর্তির হারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও এখনো এক পঞ্চমাংশ শিশু রয়ে গেছে স্কুলের বাইরে। যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর শেষ করার আগেই ঝরে পরছে। যে শিশুরা পাস করছে তাদের অর্ধেকেরও কম শিশু মাধ্যমিক শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছে। অধিকন্তু যারা ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাদের মাত্র এক পঞ্চমাংশ দশম শ্রেণীপর্যন্ত পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে এবং মাধ্যমিক শিক্ষাসমাপনী সনদ অর্জন করতে পারে। গত ১০ বছরে দেশের জনসংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পেলেও বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। গ্রাম ও শহরের বৈষম্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালো কলেজের সঙ্গেও অন্যাদের দূরত্ব বাড়ছে। গড়ে প্রতি শ্রেণীকক্ষে ৫৫ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে। ৭৮ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাপ্য টি বই পেয়েছে। আরো ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী পেয়েছে আংশিকভাবে। নিম্ন মাধ্যমিকে গড়ে ৯৫ শতাংশ সিলেবাস শেষ হয়। আর মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮৮ শতাংশ শেষ করা হয়। ২৯ শতাংশ শিক্ষক কোচিং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছেন আর ৮১ শতাংশ শিক্ষার্থী কোচিং নিচ্ছেন। সাধারণভাবে স্কুল শিক্ষাকে বিনামূল্যে ভাবা হলেও গবেষণায় দেখা গেছে- একটি পরিবার তার সন্তানের শিক্ষার জন্য গড়ে প্রতি মাসে খরচ করে ৬ হাজার ৮৪ টাকা। এরমধ্যে ৩৯ শতাংশ কোচিং খরচে, যাতায়াত খরচ ২৪ শতাংশ, বই, খাতা, কলম, পোশাকে যাচ্ছে বাকি টাকা। চট্টগ্রামের ১৪টি অপেক্ষাকৃত উন্নত বিদ্যালয়ের ওপর এক বছর গবেষণা করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলগুলোর শিক্ষার মান আরো খারাপ বলে আশঙ্কা করছে সিআরআই।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সংগঠনটির পক্ষ থেকে বেশকিছু পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে বলে জানান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- শিক্ষা সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রবর্তন, শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার্থীদের কোচিং নির্ভরতা কমাতে সহশিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ। এছাড়া এখন থেকে প্রতিবছর শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন 'হালখাতা চট্টগ্রাম' প্রকাশের কথা জানান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান।